213

অমৃত বাজার পত্রিকা

৪র্থ ভাগ } ২৩ ভাদ্র বৃহস্পতিবার [illegible] সাল ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭১ খৃঃ অব্দ } ৩০ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা।

২৩শে ভাদ্র বৃহস্পতি বার।

প্রিন্স আরথার—আগামী শীত ঋতুতে [মহা]রাণীর তৃতীয় পুত্র এদেশে আসিতেছেন শুনা যাইতেছে। রাজ পরিবারস্থ ব্যক্তি গণ মাঝে মাঝে এখানে আসেন নিতান্ত প্রার্থনীয় কিন্তু তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য যদি শুদ্ধ আমোদ প্রমোদ করা হয়, তবে তাঁহাদের এদেশে পদার্পণ না করাই মঙ্গল গত বৎসর ডিউক অব এডিনবরা আসিয়া কতক গুলি অর্থের শ্রাদ্ধ করা ছাড়া আর কি করিয়া গেলেন। এদেশীয়দের সহিত তিনি কিছু মাত্র সম সুখ দুঃখতা দেখাইয়া ছিলেন? এদেশস্থ লোকের প্রকৃত অবস্থা কি তাহা অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্রও আগ্রহ দেখাইয়া ছিলেন? ইংরাজ রাজত্বে এ দেশীয় গণ প্রকৃত সুখী কিনা তাহা কি তিনি জানিবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন? কেবল কিছু দিন ঘোর আমোদে উন্মোত্ত থাকিয়া লক্ষ লক্ষ মুদ্রা নষ্ট করিয়া তিনি স্বদেশ মুখে গমন করিয়া ছিলেন। সাধারণ লোকের মনে বিশ্বাস তাঁহার আগমনে এত অর্থনষ্টহয়বলিয়াই৩৴হার ট্যাক্স বসিয়াছিল। যদি প্রিন্স আরথার তাঁহার জ্যেষ্ঠের অনুবর্ত্তী হইয়া আসেন, তবে তিনি আমাদিগের হইতে যত দূরে থাকেন ততই ভাল। কিন্তু আমরা ইহার অনেক সুখ্যাতি শুনিয়াছি। আমেরিকায় গিয়া তথাকার বাসন্দীর দিগের সহিত ইনি যেরূপ ব্যবহার করেন, এদেশীয় দিগের সহিত ও যদি সেই রূপ ব্যবহার করেন, তবে তিনি ইহাদিগের অন্তরে চিরকাল বিদ্যমান থাকিবেন। ভারতবর্ষীয় গণ যেরূপ রাজ ভক্তি প্রবণ, এরূপ কোন দেশের লোক নয়। রাজ তনয়ের সম্মানার্থে ইহারা অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত, তবে ইহারা রাজার ভালবাসা চায়। যদি প্রিন্স আরথার এদেশে সুভাগমন করেন, তবে আমাদের [এই] মাত্র প্রার্থনা, যে এদেশীয় দিগকে ভাল[বা]সা দেখাইতে তিনি ত্রুটি না করেন।

শিশুহত্যা—সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শিশু হত্যা সংক্রান্ত রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। রাজপুত দিগের মধ্যে এই ভয়ানক কাণ্ড বিশেষ প্রচলিত। কন্যা সন্তান হইবা মাত্র ইহারা বধ করিয়া ফেলায়। অনুসন্ধান দ্বারা [জা]না গিয়াছে যে কোন কোন গ্রামে আদৌ মেয়ে সন্তান নাই। আবার দশ বার খানি গ্রামে এরূপও দৃষ্ট হইয়াছে যে ২০ বৎসরের মধ্যে সেখানে মোটে বিবাহ হয় নাই। এই অসভ্য ও লোমহর্ষক রীতি প্রচলিত থাকাতে অনেক গুলি রাজপুত বংশ একেবারে নির্মূল হইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ইহা নিবারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সে[illegible]ইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ সা[illegible]ন কুপদ্ধতি রাজ নৈতিক বল দ্বারা নিবারণ করিতে যাওয়া কেবল পণ্ড শ্রম মাত্র। ইংলণ্ড ও ওয়েলসে রাজ শাসন কত [illegible], তবু সেখানে মাসে মাসে কত শিশু হত্যা হইয়া থাকে। কিছু দিন হইল, এক[illegible] তালিকা বাহির হয়, তাহাতে জানা যায় যে, উক্ত স্থান দ্বয়ে তিন মাসের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক শিশু মরিয়া গিয়া থাকে। ইহাদের কত গুলিকে ইচ্ছা পূর্ব্বক হত করা হয়, তাহা ঠিক নির্ণয় করিবার যো নাই। জারজ সন্তান সকল প্রায় গোপনে মারিয়া ফেলা হয়! ১৮৬৪ অব্দ হইতে ৬৭ অব্দ পর্য্যন্ত ৮৩৯৮টি শিশু হত হয় এবং ইহার ৭৭৪টিকে প্রকাশ্য রূপে খুন করা হইয়াছে সপ্রমাণ হয়। এই হত শিশুর মধ্যে ২১৪টিকে গলা চাপিয়া ও ৫৯ টিকে মাথা ভাঙ্গিয়া বধ করা হয়। শুদ্ধ ইহাও নয়। জুরিরা যখন হত শিশুর মৃত দেহ পরীক্ষা করেন, তখন প্রায়ই তাহারা এই রূপ মত ব্যক্ত করেন যে ইহাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং হত শিশুর ঠিক তালিকা পাওয়া একরূপ অসম্ভব। বস্তুতঃ একটি কুরীতি সমাজে বদ্ধমূল হইলে তাহা উৎপাটন করা সহজ ব্যাপার নয়। সামাজিক শাসন দ্বারাই উহা তিরোহিত হইতে পারে রাজ নৈতিক শাসন দ্বারা নহে।

বন্যা—ঘোর জল প্লাবন উপস্থিত। অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিরাও বলিতেছেন যে, তাহারা এরূপ জলোচ্ছ্বাস কখন দেখেন নাই। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে চারিটি ভয়ানক বন্যা হইয়া গিয়াছে। ১২৩০ সালে একটী, তৎপরে ৪৫ সালে, তৎপরে ৬৩ সালে ও তৎপরে এই বর্ত্তমান জল প্লাবন, অর্থাৎ গড়ে প্রায় পনর বৎসর অন্তর আমাদের দেশে বন্যা হইতেছে। উপস্থিত বন্যাটির মত কোনটিই নয়। ৩০ সালের বন্যাটিও খুব ভারি হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার জল অতি সত্বর সরিয়া যায়, কিন্তু বর্ত্তমান বন্যার জল ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে এবং এরূপ যদি আর পনর দিন কাল বৃদ্ধি হইতে থাকে তবে সমুদয় বঙ্গ দেশ না হউক ইহার অধিকাংশই যে জল মগ্ন হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রায় সর্ব্বত্রেই জল প্লাবনের নিমিত্ত হাহাকার ধ্বনি হইতেছে। নড়াইল হইতে আমাদিগকে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, "আমরা জলের উপর ভাসিতেছি, যে দিকে তাকাই সেই দিকেই বালুকাময় মরু ভূমির ন্যায় জল ধুধু করিতেছে"। জল প্লাবন হইতে কি পরিমাণ অনিষ্টপাৎ হইতেছে তাহা ঠিক নির্ণয় করিবার যো নাই। তবে আউস কি আমন ধান্য এবার মোটেই পাওয়া যাইবে না বোধ হইতেছে। গোরু ছাগল ইত্যাদি যে কত নষ্ট হইবে তাহা বলা যায় না। আহারাভবে কতক মরিয়া যাইবে, ও স্রোতেও অনেক ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। শুদ্ধ ইহাও নয় লোকে এবার ধনে প্রাণে মরিবে। অনেকে বাড়ি ঘর দুয়ার ছাড়িয়া পলাইতেছে ও তাহাদের যথা সর্ব্বস্ব নদী গর্ভে প্রবেশ করিতেছে। বিস্তর লোক আবার জল মগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিবে। সে দিবস আমাদের নি[কট]বর্ত্তী একটী গ্রামে একটি শিশু সন্তান [illegible] আশ্রয় লইয়া স্রোতে ভাসিয়া [illegible] কোথায় তাহার অনুসন্ধান এখনও হয় নাই। আমরা বিশ্বস্থ সূত্রে শুনিলাম যে নড়াল, মাগুরা প্রভৃতি স্থানের অনেক গুলি গ্রাম একেবারে জল মগ্ন হইয়া গিয়াছে ও সেই সমুদায় স্থানের লোক সমূহকে কোথায় গিয়াছে তাহার কিছু মাত্র ঠিক নাই গত বৎসর বিস্তর ধান্য হইয়াছিল এবং অনেকে তাহা গোলাজাত করিয়া রাখিয়া ছিল। সম্ভবতঃ এই দুর্য্যোগে বিস্তর গোলা ভাসিয়া যাইবে। স্পষ্ট দুর্ভিক্ষ না হউক, লোকের যে বিশেষ অন্ন কষ্ট হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আবার জল সরিয়া গেলে, বিস্তর মাছ হইবে, সুতরাং ওলাউঠা প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা। জল প্লাবন দরুন ইষ্টার্ণ বেঙ্গাল রেলওয়ে এক রূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রাণাঘাটের এদিকে আর গাড়ী আসিতেছেনা। বগুলা পর্য্যন্ত নৌকা যোগে যাত্রী দিগকে পার করা হইতেছে। পোড়াদহার নিকট তিনটী পুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও সেখানেও তিন মাইল পর্য্যন্ত এক খানি নৌকা রাখা হইয়াছে। চুয়াডাঙ্গা হইতে দুই মাইল পর্য্যন্ত রেলের উপর দুই তিন ফিট জল উঠিয়াছে। বগুলা ও কৃষ্ণগঞ্জের মধ্যে ভয়ানক এক নদী হইয়া গিয়াছে। ইহা ৪০০ ফিট পরিসর ও ৬০ ফিট গভীর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানেও কতক গুলি নৌকা রক্ষিত হইয়াছে। রেলওয়ে কম্পানির কত লোকসান হইতেছে তাহা ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। যশোরে ডাক গাড়ী আসা প্রায় এক রূপ বন্দ হইয়া গিয়াছে। নৌকা যোগেই এক্ষণ ডাক আসিতেছে, সুতরাং ডাকের পত্র প্রায় এক দিন বিলম্বে পাওয়া যাইতেছে। এই হঠাৎ জল প্লাবনের কারণ কি তাহা স্পষ্ট রূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তবে আগষ্ট মাসের প্রথমে সিমলা পাহাড়ে পর পর কতকগুলি ভয়ানক ঝড় হইয়া যায়। ইহা দ্বারা গঙ্গা ও যমুনার জল প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে ও সেই জল বাঙ্গলার তাবৎ নদীতে পড়িয়া এরূপ বন্যার উৎপত্তি করিয়াছে। কারণ যাহাই হউক, ইহার ফল যে লোকের পক্ষে ভয়ানক অনিষ্টকর হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, গবর্ণমেণ্ট প্রজা বর্গের ক্লেশ নিবারণার্থে কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহা আমরা জানি না। তবে আমরা ভরসা করি, গবর্ণমেণ্ট এবার ঔদাস্য দেখাইবেন না।

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড।

সমস্ত ভারতবর্ষ ইংরাজ বাহাদুর দিগের অধীনে। এত বড় সাম্রাজ্য যে কিরূপে কতিপয় দূর দেশী সমুদ্র পারস্থ লোক দ্বারা অধিকৃত হইল, ও এক্ষণে শাসিত হইতেছে ভাবিতে গেলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। রাজনৈতিক চাতুরি, অধ্যবসায় ও সাহসে যে জাতি যত দূর উন্নতি করিয়াছেন, ইংরাজ দিগের ন্যায় কেহ কখন পারেন নাই। রোমীয় দিগের সাম্রাজ্য বিস্তৃততর ছিল বটে, কিন্তু তাহারা রোম নগরকে মধ্য স্থান করিয়া দীপ শিখার ন্যায় ক্রমে ক্রমে চতুর্দিকে বিক্রম বিস্তার করিয়াছে। মুসলমান দিগের ঠিক্ সেই রূপ। কিন্তু ইংরাজদিগের সে রূপ নয়। পৃথিবীর এক [illegible] দেশে যাইয়া নিজের দেশ হইতে ১৫ গুণ বৃহৎ একটি দেশ সম্পূর্ণ রূপে অধিকার করা অদ্ভুত ব্যাপার।

ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসীর সংখ্যা ২৬,০০০,০০০ ও ভারতবর্ষের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২০,০০,০০,০০০। যদি সমস্ত ইংলণ্ডের লোক আসিয়া ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে নিযুক্ত হন, তবে এক জন ইংরাজের ৮ জন করিয়া ভারতবর্ষীয়কে রক্ষা করিতে হয়। কিন্তু ৬০,০০০ সৈন্য মাত্র সমস্ত ভারতবর্ষ সশঙ্কিত রাখিতেছে। এক্ষণে ইংলণ্ডের অসীম ক্ষমতা ও ভারতবর্ষের হৃদ্ বিদারক দৌর্ব্বল্য দেখ। যাইট সহস্র সৈন্য বিশ কোটি লোককে শাসন করিতেছে। ইহাতে প্রত্যেক ইংরাজ ৩,৩৩৩ জন ভারতবর্ষীয়কে পদতলে রাখিতেছে !!!

সমস্ত পৃথিবীতে যত লোক তাহার পাঁচ ভাগ সুদ্ধ ভারতবর্ষে। আবার ভারতবর্ষের অধিবাসীর সংখ্যা কত অধিক সে সম্বন্ধে গুটি দুই বিষয় দেখাইয়া দেই। যদি এক এক জন মনুষ্য দাঁড়াইতে এক হস্ত স্থান লাগে, তবে ভারতবর্ষের সমস্ত অধিবাসী সারী দিয়া দাড়াইলে সেই সারীটি ৫৬,৮১৮ মাইল লম্বা হয় অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীকে দুইবার বেষ্টন করিয়া কলিকাতা হইতে আফ্রিকার পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত যাইবে।

যদি ভারত বর্ষীয় গণ যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হয় ও তাহাদের প্রত্যহ পাঁচশত লোক নষ্ট হয় তবু সমস্ত অধিবাসী নিঃশেষিত হইতে ১,০৯৪ বৎসর লাগিবে !!!

মাপ ও ওজন সংক্রান্ত আইনের প্রস্তাব।

ষ্টীফেন সাহেব সত্বর ইহার পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিবেন এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্ট প্রথমে এই বিষয় প্রস্তাব করায় ১৮৫৪ [illegible] জন মাসে ভারতবর্ষের তাবৎ প্রধান দেশের প্রতিনিধি লইয়া একটি সভা করা হয়। এই প্রতিনিধি গণ পরস্পর বিবাদ করিয়া কেহ কিছু নিৰ্দ্দিষ্ট করিতে পারেন নাই। কেহ বলেন যে ইংলণ্ডে যে পৌণ্ড আছে তাহাই গোড়া করিয়া এখানে ওজন প্রণালীর সৃষ্টি করা হউক। কেহ বলেন যে ভারতবর্ষ ও ইংল ও উভয় দেশস্থ ওজন প্রণালী মিশ্রিতকরিয়া নুতন এক প্রকার করা হউক, আবার কেহ২ দাশমিক প্রণালীর সাপক্ষে দণ্ডায়মান হন। বাঙ্গলার প্রতিনিধি গণ শেষোক্ত মত ব্যক্ত করেন।

বস্তুতঃ বিবেচনা করিতে গেলে আমাদের দেশের ভূমির পরিমাণ, ও দ্রব্যাদির ওজন সম্বন্ধে যেরূপ গোল মাল আছে তাহাতে অশেষ অসুবিধা। এক বিঘা ভূমি বলিতে কত খানী, তাহার কিছুই নির্ণয় করিবার যোনাই। জমিদারের বিঘা এক রূপ, গাঁতিদারের বিঘা এক রূপ ও নীলকরের বিঘা আর এক রূপ। আবার এই জেলায় একরূপ বিঘা অন্য জেলায় আর এক রূপ। এমন কি সংলগ্ন দুখানি পরগণায় দুই রূপ বিঘা। দ্রব্যাদি ওজন সম্বন্ধে আরো বিশৃঙ্খলা। এক সের বলিতে যাইট তোলাও বুঝায়, আশিতোলা ও বুঝায়, এক শত বিশ তোলাও বুঝায়' আবার বিরআশি তোলা দশ আনাও বুঝায়। সুতরাং কোন কোন স্থানের এক মণ সামগ্রী অন্যান্য স্থানের দেড় মণ দুই মণও হইতেপারে ইহাতে ক্রয় বিক্রয়ের আমদানি রপ্তানির হিসাব করা কত অসুবিধা তাহা ব্যবসায়দার লোকেই সম্যক, রূপে বুঝিতে পারেন। আবার যে সমুদয় দ্রব্য খুঁচিতে কি পোয়াতে মাপ হয় তাহা ওজন করিলে ঠিক হয়না। খুচির মাপের এক মণ চাউল তূলে ওজন করিলে বেশি হইবেক, আবার তিসি ওজন করিলে কম হয়। এই গোলমাল থাকায় কত সময় কত জনের সর্ব্বনাশ হইয়া যায় তাহা বলা যায়না। ইহাতে কখন কখন মহাজনের সর্ব্বনাশ হয়, কখন কখন ক্রেতাদের সর্ব্বনাশ হয়। আর ইহাতে বঞ্চনা করিবার সুবিধা থাকায় সৎ লোকও অসৎ হইয়া উঠে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়দারেরা এরূপ অবিশ্বাসের পাত্র হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বাঙ্গলার প্রতিনিধিগণ দাশমিক প্রণালী প্রচলিত করিবার মত দেন। ষ্টিফেন সাহেবও ইহাই বিধিবদ্ধ করিবার মানস করিতেছেন। যখন ফ্রান্সে ঘোর রাজ বিপ্লব হয় তখনই এ প্রণালীর সৃষ্টি হয়। ফ্রান্সের রাজবিপ্লবে তখনকার অনেক কাণ্ড অন্তর্হিত হইয়াছে কিন্তু এইপরিমাণ প্রণালীটি যায় নাই, বরং ইংরাজেরা ছাড়া পৃথিবী সমেত লোক ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রণালী এখানে প্রচলিত হইলে বিস্তর সুবিধা হইবে। বিবেচনা কর আমাদের দেশে ফরাশিশ প্রণালী প্রচলিত হইল, তাহা [illegible] করিবার কত সুবিধা দেখাইতেছি। একটি সের ধরিয়া লওয়া গেল, তাহা হইলে ১০০ শেরে মোন হইবে ও ১০০ তোলায় শের। পোয়া কাঁচ্চা প্রভৃতি আর কিছুই থাকিল না। এক্ষণে ৫ মোন ৩৫ শের ৬০ তোলা রাখিতে বলিলাম, তাহা হইলে ৫.৩৫৬০ রাখিয়া গেলেই হইল। বিশেষতঃ বিমিশ্র সংকলন কি ব্যবকলন, মোনদর ইত্যাদি কসিতে যে কত সুবিধা হইবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমরা এই প্রণালীর সপক্ষ বটে, কিন্তু সহসা ইহা বিধিবদ্ধ হইলে ভারি গোল উপস্থিত হইবে। ক্রমে ক্রমে যাহাতে ইহা প্রচলিত হয়, তাহার উপায় দেখা উচিত। পূর্ব্বে লোকের মন প্রস্তুত না করিয়া একটী চির প্রথা উঠাইয়া সেই স্থানে কোন নুতন প্রণালী স্থাপিত করিতে গেলেই সমাজে হুলু স্থুলু বাধিয়া যায়। সকল দেশে সকল কালে এই রূপ ঘটিয়া আসিয়াছে। যখন গ্রেগরিয়ান প্রণালী ইংলণ্ডে প্রচলিত হয় তখন অধিকাংশ ইংরেজ "আমাদিগের সর্ব্বনাশ হইল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। ভারত বর্ষীয়রা ত বিদেশীয় রাজার অধীন এবং বিদেশীয় রাজা কর্ত্তৃক প্রচারিত আইন মাত্র ইহারা স্বভাবতঃ সন্দেহের সহিত দেখিতে পারে। বিশেষতঃ ষ্টীফেন সাহেব যেরূপে আইনের শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে লোকের তাহার উপর বড় ভক্তি নাই। মাপ ও ওজনের আইন হঠাৎ বিধিবদ্ধ হইলে লোকের মনে একটি আতঙ্ক উপস্থিত হইবে। প্রথমে ইহা গবর্ণমেন্টের তাবৎ বিভাগ, মিউনিসিপালিটি ও রেলওয়ে প্রভৃতিতে প্রচলিত করা হউক। গবর্ণমেণ্ট ও সাহায্যকৃত স্কুল সমূহে ও ইহা পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে গণ্য হউক এবং মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ইহা অবশ্য শিখনীয় বিষয় হউক। এই রূপে ইহার প্রচলন হইলে কিছু কাল পরে বিনা ঝঞ্ঝাটে ইহার একটি আইন বিধিবদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

রুসিও আক্রমণ।

রুসিয়ার ভারতবর্ষ আক্রমণ সংক্রান্ত তর্ক বিতর্ক আবার ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়াছে। যেরূপ স্থির দৃঢ় গতিতে রুসিয়া আসিয়ার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে অনেক ইংরাজের মনে আশঙ্কা হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ ভারতবর্ষ লওয়া রুসিওদের যে একটি প্রধান উদ্দেশ্য তাহা তাহাদের চাল চলন দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। শুদ্ধ যে মধ্য আসিয়ায় বাণিজ্য বিস্তারার্থে তাহারা এত ক্ষতি স্বীকার করিবে বোধ হয় না। ১৭০৩ খৃঃ অব্দ অবধি তাহারা দক্ষিণ মুখ অগ্রসর হইতেছে, তাহারা ককেসস অধিকার করিয়াছে, পারস্য করায়ত্তে আনিয়াছে, কাস্পিয়ান হ্রদের

খানাত অধিকার করিয়াছে, রেলওয়ে সংস্থাপিত করিয়াছে, একি শুদ্ধ বাণিজ্যের সৌগমার্থে? এক্ষণ খোরাসান রুসিও সাম্রাজ্যের সীমা বলিতে হইবে ও রুসিওরা আপাততঃ আফগনিস্থানের উত্তর সীমার উপর।

অনেক ইংরেজ আবার ইহাই বলিয়া চুপ করিয়া অছেন, যে "রুসিয়া ধন জ্ঞান ও সভ্যতায় ইউরোপীয় সকল জাতি অপেক্ষা হীন সুতরাং উহা পর দেশ আক্রমন করিতে অক্ষম।,, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দারিদ্র্য ও অসভ্যতা অনেক সময় অনেক জাতিকে পর রাজ্য অধিকার করিতে উত্তেজনা করে। ইহার ভুরি ভূরি ঐতিহাসিক উদাহরণ পাওয়া যায় কিন্তু ইংরেজেরা রুসিয়াকে যত অসভ্য ভাবেন, বস্তুতঃ উহা তত না হইতে পারে। পিটার দি গ্রেটের পূর্ব্বে রুসিয়া জঙ্গল ময় ও উহার অধিবাসীরা অসভ্য ছিল। তিনি দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এবং তাঁহার সুশীলা বুদ্ধিমতী স্ত্রী কাথেরিণ দেশের সামাজিক অবস্থা একেবারে পরিবর্ত্ত করিয়া ফেলেন। সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লস প্রথম রুসিও দিগকে যুদ্ধ করাইতে শিখান। অল্প দিনের মধ্যে পিটার সামারিক বিদ্যায় তাঁহাকে ছাড়াইয়া উঠেন। সেই অবধি ভিন্ন দেশ অধিকার করা কি ভিন্ন দেশের আভ্যান্তরিক রাজনীতিতে হস্ত ক্ষেপ করা রুসিয়ার এক স্বভাব হইয়া গিয়াছে। পরে দ্বিতীয় কাথেরিণের সময় রুসিয়ার ক্ষমতা দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। বিখ্যাত সুবারব তাঁহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। সেই সময়ে পোলাণ্ড লওয়া হয়। তখন ইউরোপের যে করেক দেশ একত্রিত হইয়া যোরতর সংগ্রাম করে, রুসিয়া তাহার মধ্যে একটি প্রধান দেশ ছিল। পিটার ১৭২১ সালে প্রথমতঃ ফিনলাণ্ড অধিকার করিয়া লন। আর ফিনলাণ্ড হইতে রুসিয়ার নাবিকগণ সংগৃহীত হয়, পরে পোলণ্ড ১৭৯২—৯৩অব্দে রুসিয়ার হস্তগত হয়। ১৮১২ অব্দে যে সন্ধি হয়, তাহাতে রুসিয়া বেকাবরিয়া দেশ তুর্কি হইতে প্রাপ্ত হয়। ১৭৮৩ অব্দে ক্রিমিয়া দ্বিতীয় কাথেরিণ বল দ্বারা অধিকার করেন। ১৮৫২ অব্দ হইতে রুসিয়ারা আসিয়া মুখ আসিতেছে কিন্তু সম্প্রতি তাহাদের গতি বড় দ্রুত হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা অদ্যাবধি এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশ অধিকার করিতে ব্যস্ত তাহারা যে অন্য রাজ্য প্রলোভী নয় তাহা বলা যাইতে পারেনা। রুসিয়ার রাজা সর্ব্বময় কর্ত্তা। এরূপ দেশে রাজনৈতিক গোল মাল থাকিতে পারেনা। রুসিওরা শান্ত প্রকৃতিও নয় প্রত্যুত ঘোর চঞ্চল ও সমর প্রিয়। সুতরাং তাহারা বিদেশীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ কি ভিন্ন দেশ আক্রমণ না করিয়া কি করিবে? রুসিয়ার উত্তর, পশ্চিম, ও পূর্ব্বে যে সকল বাধা রহিয়াছে তাহা অতিক্রম করিবার যো নাই। কাজেই তাহারা পালে পালে দক্ষিন মুখ আসিয়া পড়িতেছে। যখন ১৮৫৪। ৫৫ অব্দে ক্রিমিয়ার ঘোর সংগ্রাম হয়, তখন রুসিয়া এত উন্নত হইয়া উঠে যে সাধারণ শান্তির কারণ তাহাকে দমন করা ইউরোপের প্রধান জাতিদিগের একান্ত যত্ন হয়। এই ক্রিমিয়ার যুদ্ধ যখন হয়" তখন এ দেশস্থ সাধারণ লোকে রুসিয়ার নাম প্রথম শুনে। সিবাষ্টি পূলে রুসিওরা পরাজিত হইলে ইংরেজেরা এত আনন্দোন্মত্ত হন যে ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে এক খানি সাধারণ ঘোষণা পত্র ভারত ময় প্রচার করেন। ফরাসী, ইংরেজ ও তুর্কিরা একত্রিত হইয়া সিবাষ্টিপূলের দুর্গ অধিকার করিলে রুসিয়ার ক্ষমতা অনেকটা খর্ব্ব হইয়া পড়ে, সুতরাং রুসিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই পনর বৎসরের মধ্যে রুসিয়া নানা বিষয়ে মহতী উন্নতি করিয়াছে। যুদ্ধের সৌগমার্থে আসিয়ার নানা স্থানে রেল ওয়ে সংস্থাপিত হইয়াছে। সৈন্য সংখ্যা এত বৃদ্ধি করা হইয়াছে যে কটাক্ষে ৫৮৪৫০০ সৈন্য রুসিয়া সমর ক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে পারে। এই প্রায় ৬ লক্ষ সৈন্য অনবরত প্রস্তুত আছে এবং ইহারা উত্তম উত্তম অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত। একটু যত্ন করিলে ১২ লক্ষ সবল ও কর্ম্মঠ সৈন্য সংগৃহীত হইতে পারে। আবার রুসিয়ার ইতর শ্রেণীর লোকদিগকে স্বাধীন করিয়া দেওয়াতে উক্ত সামাজ্যের আরো শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এযাবৎ এই শ্রেণীর লোক একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া ছিল, এক্ষণ তাহাদের অনেকে রাজ্যের প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে ও প্রাণ পণ দিয়া স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিবে। এই শ্রেণী উন্মুক্ত হওয়াতে রুসিয়া রাজ্যের বল যে কত বাড়িয়াছে তাহা বলা যায়না। রুসিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা এই এবং স্থির চিত্তে বিবেচনা করিতে গেলে, বোধ হয় ইউরোপে ইহার তুল্য ক্ষমতাশালী রাজ্য কোনটিই নয়।

প্রথম যখন রুসিওরা মধ্য আসিয়ায় অগ্রসর হইতে ছিল, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। সেই সময় পঞ্জাবের পশ্চিম সীমায় কয়েকটি দুর্গ স্থাপিত হয়। তার পর আবিসিনিয়ার যুদ্ধে বিব্রত থাকা বলিয়াই হউক, কি ইচ্ছা করিয়াই হউক, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট রুসিওদের অগ্রসর দেখিয়াও দেখেন নাই। ইংরাজদের এত দিন চুপ করিয়া থাকাতে প্রকৃত রাজ নীতিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ফলতঃ প্রথম হইতেই তাঁহারা যদি রুসিওদের গতির বাধা দিতে যাইতেন, তাহা হইলে বাধা দিতে ত পারিতেন না, কেননা রুসিওরা তখন বহু দূরে, লাভে হইতে অর্থ ব্যয় হইত। বিশেষ আর একটি অপযশ কিনিতে হইত। তখন একটু ব্যস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ভারতবর্ষ ময় ভাসিয়া গিয়াছিল যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভয় পাইয়াছেন। এক্ষণ রুসিওরা আফগানিস্থানের উত্তর সীমার উপর। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আর চুপ করিয়া থাকার সময় নাই। অদ্যই হউক কল্যই হউক রুসিও গবর্ণমেণ্ট ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে ভারতর্ষ লইয়া যে ঘোরতর সংগ্রাম হইবে তাহার প্রতি কম সন্দেহ আছে। যুদ্ধের ফল কি হইবে তাহা জয়দীশ্বর জানেন। তবে ইহা বোধ হয় যে ইংলণ্ডের রুসিও দিগের অপেক্ষা অধিক সুবিধা আছে। আফগনিস্থানের আমিরের সাহত ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সৌহৃদ্যতা স্থাপিত হইয়াছে এবং সম্ভবত এ সৌহৃদ্যভাব স্থায়া থাকবে। এক্ষণ দেশের মধ্যে কোন বিবাদ বিসম্বাদ ও নাই কিন্তু ইহা সত্বেও ইংরেজদের বিশেষ সতর্ক থাকা উচত। তাঁহাদের প্রধান বল এ দেশীয়গণ। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে করিয়া এদেশীয় লোকদিগের একটি মমতা জন্মিয়াছে এবং ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহারা যে এই মমতা পরিত্যাগ করিবেন তাহা নিশ্চিত। যাহাতে তাহাদের রাজভক্তি আরো দৃঢ়ীভূত হয়, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য। যদি এদেশীয়গণ সহায় থাকে, তবে লক্ষ লক্ষ রুসিও সৈন্য অগ্রসর হইলেও কখন এদেশ জয় করিতে পারিবে না। দুঃখের বিষয়, অমোদের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট কোথায় এ দেশীয় দিগকে ভাল বাসার শৃংখলে আবদ্ধ করিবেন, তাহা না করিয়া নানা বিধ অরাজকতা দ্বারা ইহাদের মনে বিকার জন্মাইয়া দিতেছেন। আমরা ভাসা করি, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এটি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

We have noticed with pleasure the resolution of the Lieutenant Governor regarding the Road Cess Act. For many years past all the local road and ferry toll collections have been brought into one central Road Fund, and distributed at the pleasure of Government. The Lieutenant Governor has determined that this system shall now cease, and that all the sums collected from local roads and canals, and from all ferries except those on roads maintained from the general revenues shall be made over to the districts and municipalities in whose limit the lines of communication li.

Census in Bengal—Afler all there will be then no census properly so-called to be taken in Bengal. His Honor the Lieutenant Governor is evidently pleased

that " the Government of India has consented to forego for Bengal the comparatively elaborate census from which was prescribed for the rest of India. It has also been *conceded* [the italics are ours] that the census need not be taken on one day or one night all over the country or over any district. All that is absolutely necessary is that the inmates of every house and boat in Bengal should be counted some time between the 1st November and the 1st March" This is a curious way of counting the inhabitants of a country. What is the use of taking a census at all if it should be taken so shabbily? Why throw these 2 lacs, the sum Government purposes to spend to take a census in Bengal which, by the bye, will not be taken in one day, or one night? The [illegible] never taken, but the inhabitants of all other British Provinces have been counted, thus the inhabitants of Punjab, N. W. Provinces, Central Provinces will be counted twice over and that within the course of few years. The census as proposed by the Lieutenant Governor will have no scientific value whatever and the most hardy will not dare to spelculate and found theories upon such an *andaji* basis. But the most curious part of the affair is the pleasure which the Lieutenant Governor feels in making the announcement that the Supreme Government has kindly consented to free Bengal from the burden of taking an elaborate census. A census to be of use, must be elaborate, or it is of no use taking one. Does the Lieutenant Governor think the task of taking a census a very severe one, or is His Honor afraid of incurring some additional expences? We must say we have been deeply disappointed—disappointed for many reasons. English Literature and Western thought have disturbed our society and opened our eyes to many of its defects. But while we see defects we do not know how to remedy them. We cannot follow Europe or America implicitly for various reasons. For while we see defects in ours, we see also defects in theirs. While we see some excellence in theirs, we see also some excellence in ours. Then again what is good for Europe, may not be necessarily good for the Indians. We must found a Society of our own, and to do that we [illegible] to stand upon. A census [illegible] what is called scientifi[illegible] what we want to reconcile [illegible] conflicting theories and examine the Social customs which have been prevalent here from ancient times. We hope the Lieutenant Governor will be pleased to *concede* that the census be taken on one day or night at least all over one district. This will no doubt cause some additional expence but then it need not be large and the boon will be comparatively great.

KESHAB CHANDRA SEN—The *Pioneer* sometime ago called upon Babu Keshab Chandra Sen to repeat in India the statements that he made in England regarding the treatment of Natives by Europeans; the *Englishman* considered this an excellent idea suggesting at the same time that the Babu should be engaged by the Committee of the Dalhousie Institute to give a series of readings from the English newspapers reporting his speeches, and from the Indian Newspapers commenting on those reports. The idea is not altogether a new one, for a correspondent of another Daily few months ago offered 500 Rupees to enjoy the pleasure of hearing Keshab Chandra repeat those statements. The idea is no doubt an excellent one, for the Babu has done an irrevocable mischief. He has injured the Anglo-Indians in the eyes of their countrymen, he has spread a report far and wide that Natives are not well treated by their conquerors. This the Anglo-Indians were not prepared for. They have given full liberty to the Natives to criticise the actions of their conquerors and to abuse, malign, or libel them, only these complaints must not cross the Indian Ocean. But here was one Native who broke his shackles, crossed the Ocean, reached the mother country of his conquerors, and in the very heart of the metropolis of the world proclaimed amidst thousands and hundred thousands that the conquerors of India abuse their trust. This was an unpardonable offence and the mischief done irrevocable. There is now no remedy for it. Anglo-Indians and their organs have protested with all their might, but the English public won't hear them. They feel more inclined to believe "the great reformer" than those whose interest it is to deny his statements. The English public naturally think that the Babu had no motive to libel the Anglo-Indians. He freely admitted the admiration and profound respect he felt for the nation, he gratefully acknowledged the obligations that his country owes to the nation, in short, if his speeches were analysed it would appear that he loved the nation he went to visit. On the other hand, the residents of this country have a motive to contradict the statements of the Babu, and their strictures fall flat upon the English Public. We can thus appreciate the feeling of the Anglo-Indians, they have now no remedy left. We can thus understand why the *Sind News* lost his temper and said that he was glad at the opportune occurrence of the Franco-Prussan war as it would drown the praises of Keshab Chandra Sen, of which he was sick. We admit Babu K. C. Sen committed a great mistake, he is a resident of India and ought not to have brought around him swarms of hornets but then he is a religious reformer and a philanthropist, and he did not like to shrink from what he considered a duty. One thing is certain, the Anglo-Indians have never forgiven him since and they never will, unless he submits to their terms. It is this. He must repeat the statements he made in England before the assembled Anglo-Indians and must submit to be hissed at every sentence. At every statement one of the present would rise and say, you lie, you scoundrel. All these he must submit to, before he can hope to be forgiven. Here again we can understand the pleasure that it would give to the Anglo-Indians to have such an opportunity, but we doubt very much whether the Babu has sufficiently advanced in charity and philanthropy to deliver himself up for their enjoyment.

But one thing. Do the Anglo-Indians really believe that Babu Keshab Chandra Sen misrepresented facts? We think they do not, for we will not do them the injustice to think that they are so very ignorant of the country they reside in or they are callous to all sense of humanity. When Anglo-Indians challenge Babu Keshab Chandra to repeat his statements, we stare with amazement, how daring! But then there is no fear of giving a challenge, when one is sure it will not be responded to, Babu K. C. sen will never stoop to accept it. Let those who have any doubt as to the accuracy of Babu K. C. sen's statements, read the report of the Indigo Commissioners and there he will find that Europeans at least did murder innocent Natives, plunder and burn their houses, kidnap men, women and cattle and that generally. We shall venture to give a piece of advice to those who are always complaining of the statement made by Mr Sen, and challenging him to repeat them here. It will do no good to any party to rake up old matters, on the contrary it may widen the breach already too wide between the races. If the Anglo-Indians thus go on challenging, Babu Keshab Chandra Sen may remain quiet but another more impatient may take the challenge in earnest and collect facts and publish them in England, which may not be very advantageous to their interests.

(Communicated.)

THE DIRE OPPRESSION OF THE INCOME TAX PROVED —" 3. *Again, we find that the "most numerous of income tax payers are "cultivators. As distinguished from 25,4"83 proprietors and 13,463 tenants, it ap"pears that so many as 34,375 were 'cultiva"tors' have been "assessed to a "tax on incomes of not less than Rs 500 per "annum, thus beating the traders,* who "number 33,308.*" Extract from the Minute of the Lieutenant Governor of Ben-

* 'Traders' do not include 'bankers' or 'merchants.'"

gal on the Income Tax, dated, *Aug. 8, 1871.*

We have adopted for our text the above quotation from Mr Campbell's scathing criticisms on the report of the Board of the Revenue on the working of the income tax for 1869-70 as it is pregnant with significance : it clearly and incontestably establishes the fact that the burden of that execrable impost fell with terrible severity on the absolutely poor and helpless, while the comparatively wealthy and powerful felt it but slightly. If this be not sheer and downright oppression we know not what is.

None will, we believe, be so hardy as to gainsay that, wealthy "traders" are numerically *far greater* than well-to-do "cultivators" *, yet how comes the fat Mahajans to escape the clutches of the relentless income tax Assessors better than the lean Ryot ? The answer is plain,—simply because the *Mahajons* are not so power less. Let us detail the *modus operendi* of assessing these two classes respectively.

When the *Mahajan* recieves a notice that his income has been assessed at, say ₨ 1,200 a-year, he immediately puts in appearance and contest the demand' supported by an arrary of proofs, prepared in anticipation, in the shape of *Khatiyáns*, etc, in which the *jammmà* or debit side is reduced to a *minimum* and the *Khorchá* or credit side increased to a *maximum*, from which his income is shown below ₨500. The Assessor, if inclined to act legally, must accept the income as proved by the account books, filed and sworn to by the *Mahajan*, and let him off accordingly, but, even if disposed to resort to arbitrary measures he thinks it would not do to wholly ignore the legally irrefragable evidence adduced, particularly as there is an Appellate Court to which the *Mahajon* will be sure to prefer an appeal, so he fixes the income at some figure over ₨ 500, but much under ₨ 1,200 as originally assessed. The Mahajans, as a matter of course, lodges an appeal and there has another similar chance of either escaping [illegible], or having his assessment still [illegible] reduced.

When a notice is served on a cultivator informing him that his income has been assessed at, say Rs. 1,000, he is lost in amazement and apprehension for some time, but after consulting his neighbours on the subject, he hies to the *Mahakama* or Government Sub-division, lays his case before some *Mooktiar*, to whom he pays a fee of two or three rupees. The *Mooktiar* after hearing the particulars, advises him to *Kàndá-Kátá Karo* to the *Hákim*, *i. e.* that is to try and enlist the sympathies of the Assessor by blubbering, for fictitious account cannot be produced by him, as men of his class retain accounts is well-known to the Assessor, and the oral testimony of his fellow-villagers will not be credited, or, at all events, not accepted. He then goes to the office of the Assessor and relates his pitiful tale, with tears streaming down his rough cheeks, to that officer, but he being daily accustomed to such affecting scenes is little moved, thereat dreading to incur the displeasure of his superiors for not realizing sufficient, he either levies the tax on the amount as specified in the notice, or reduces it to some thing less. The cultivator on hearing the amouut he has to pay, ostensably as tax, but in reality as fine, is dumb-struck but hearing that he must do so under pain of being sold out of house and home, he endeavours to raise the amount from his *Mahajans* (who by the way, he is often amazed to find, has been assessed below him, or not at all) which if he succeeds he deposits, or failing, his sheds, goods and chattels are disposed off, frequently realizing a sum insufficient to defray the claims of Government. Appeal he very rarely does, for what proof can he bring forward in support of his poverty that will weigh with the Appelate Court; verbal evidence is of no repute in this conntry and not a strip of an account can he tender.

The above is an unvarnished account of the general number of cases, and in no way deals with a goodly number of exceptional ones *e. g* those in which the cultivators never actually recieved the notice of assessment, and being thereby precluded from appearing before the Assessor in due time to protest against it, is debarred from contesting the same however preposterous it máy be.

We will add no comment of our own to the foregoing simple narration of facts : they speak for themselves and the Lieutenant Governor would do well to pause and ponder well before he lets loose the tax-gatherer among these poor helpless creatures,—the tillers of the soil, for,

"Even now the devastation is begun,
And half the business of destruction done."

The prowling wolf can do no more harm among a flock of timid sheep than the taxing officer does among the fearful *chasas.*

* Of some hundreds of actual "cultivators" we know, only one out of them can be fairly said to have an income of over 500 ₨. per annum, and he though residing within a mile of the head quarters of Assessor, has escaped the ken of that omniscient officer, how it boasts not to tell.

সংবাদাবলী।

—মধ্য ভারতবর্ষে অনাবৃষ্টি বশতঃ লোকের ভয়ানক কষ্ট হইয়াছে। জিনিসের দর এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে গম কিছু দিন হইল বত্রিশ করিয়া বিক্রয় হইতেছিল তাহা এক্ষণে কুড়ী সের করিয়া বিক্রয় হইতেছে। বানিয়ারা বলিতেছে যদি আর কিছু দিন বৃষ্টি না হয় তবে বার সের করিয়া বিক্রয় হইবে।

—বোম্বাই প্রেসিডেনসির স্থানে২ ও এরূপ অনাবৃষ্টি হইয়াছে যে সকলে দুর্ভিক্ষের আশংকা করিতেছে। জলনা ও আহম্মদ নগর জেলায় লোকদের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। শোলাপুরের দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোক দিগের অন্ন দান করা হইতেছে।

—কাঙ্গরা নামক স্থানে ভয়ানক বৃষ্টীর পর গত ২২ শে আগষ্ট একটি বজ্র পতন হয়, তাহাতে মৃত্তিকা একেবারে ছিন্ন ভিন্ন, ও সেখানে কতক গুলি গৃহ ছিল তাহা ভুগর্ভে নিহিত হইয়া যায়। সিন্ধু প্রদেশের মধ্যে এরূপ ভয়ানক কাণ্ড কেহ কখন দেখে নাই। এই ঘটনা বশতঃ অনুমান পঞ্চাশ ষাইট জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

—সিংহল দ্বীপে ভয়ানক বৃষ্টী ও বন্যা হইয়াছে। ইহার দরুণ বিস্তর কাফি বৃক্ষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

—আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে বোম্বাইয়ের কৃষ্ণদাস মালজির মৃত্যু হইয়াছে। বানিয়াদের মধ্যে ইনি প্রথম ইংলণ্ডে যান। ইনি জাতি চ্যুত হইয়া বিস্তর কষ্ট ভোগ করেন এবং পরিশেষে বোম্বাই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। [illegible] রিষ্টেটে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।

—রুশিয়ারা সাগেলিয়ান দ্বীপ সম্পূর্ণ রূপে অধিকার করিয়াছে। জাপন গবর্ণমেণ্টের আর ইহাতে কোন সত্ব নাই।

—মসুরিতে দুই জন সাহেব উকীল বিলক্ষণ সভ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। এক জনের নাম মেং কোহেন ও আর এক জনের নাম মেঃ কুয়ারী একটি মকদ্দামায় উভয় পক্ষের উকীল ইহারা থাকেন। কাছারিতে ইহার দিগের মধ্যে পরস্পরে আইন ঘটিত একটিই তর্ক উপস্থিত হয়। কোহের সাহেব হারিয়া যান। ইহাতে তিনি এরূপ চটিয়া উঠেন যে কাছারিতে আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া বাহিরে আসেন। সেখানে কুয়ারি সাহেবের সহিত তাহার দেখা। তাহাকে দেখিয়া তিনি একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তাহার একখানি চাবুক দ্বারা কুয়ারা সাহেবকে প্রহার করিলেন। কোয়াবীর শরীরেও ইংরেজের রক্ত, তিনি ইহা সহ্য করিবেন কেন? কোহেনের এই ব্যবহার দেখিয়া তিনি তাহার ঘাড়ের উপর চাপিয়া পড়িলেন ও তাহাকে ভুসায়ী করিয়া ফেলিলেন। এদিকে পুলিশ আসিয়া মধ্যস্থ হইলেন। আসিষ্টাণ্ট জজ টাপ সাহেবের নিকট কোহেনকে উপস্থিত করা হয়। তাহাকে জরিমানা করা হয় ও শান্তি রক্ষার্থ তাহার নিকট হইতে জামিন লওয়া হয়।

—আমরা ঢাকা প্রকাশ পাঠে দুঃখিত হইলাম যে, ঢাকার স্ত্রী নরম্যাল স্কুলটি উঠিয়া যাইতেছে।

—ভূপালের বেগম পুনরায় পাণি গ্রহণ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল, ইনি বিধবা হন কিন্তু ইহার মন্ত্রী হোসেন খাঁর গুণে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে স্বামী বরণ করিয়াছেন। হোসেন খাঁকে ২৪০০০ হাজার টাকার জায়গীর ও 'মোতামুদ উল-মুহাম' উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

—বেঙ্গাল টাইমস বলেন, ময়মানসিংহে পুলিশ এক ব্যক্তিকে অনাহারে খুন করিতেছে। তিন দিন অন্তর ইহাকে এক বেলা করিয়া আহার দেওয়া হয়। কোন বিষয় ইহাকে স্বীকার করাইবার নিমিত্ত এরূপ অত্যাচার করা হইতেছে।

—ডেলি নিউস শুনিয়াছেন, আপেনেট হাইকোর্ট ২২ শে সেপটেম্বর হইতে ১৮ই নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

—এক খানি আমেরিকান পত্রিকায় একটি অদ্ভুত কুকুরের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উহা মনুষ্যের যত প্রকার শোক সূচক শব্দ আছে তাহা সমুদায়ই করিতে পারে। বালকের ক্রন্দন, সবল যুবকের গোঙ্গানি, পীড়িত ও আহত ব্যক্তির কাতরুক্তি, ভীত ব্যক্তির চীৎকার ধ্বনি, হতাশ, দুঃখ, ক্রোধ, পাগ-

লামি, মুখ চাপা, বিকার জনিত কষ্ট, সংক্ষেপে শারীরিক পীড়া নিবন্ধন যত রূপ কষ্ট হইয়া থাকে, তাহা সমুদায়ই এই কুকুরটি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে পারে।

সমালোচনা—অবকাশ রঞ্জিনী।

"অদোষং গুণবৎকাব্য মলঙ্কারৈ রলঙ্কৃতং
রসান্বিত কবিঃ কুর্ব্বণ কীর্ত্তিং প্রীতিং চবিন্দতি।"

"দোষ হীন গুণ বিশিষ্ট অলঙ্কার যুক্ত রসান্বিত কাব্য রচনা করিয়া কবি কীর্ত্তি ওপ্রীতি লাভ করেন" এই মহাজন বাক্য অবকাশ রঞ্জিনীতে সফল হইয়াছে। আমরা এগ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া যে কত আমোদিত হইয়াছি বলিতে পারিনা। এখানি কোষকাব্য মিত্রাক্ষরে রচিত। রচনানাটি বিলক্ষণ প্রাঞ্জল এবং করুণ ও আদিরস পুর্ণ। অলঙ্কার গুলিও যথা স্থানে বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহার অবকাশ রঞ্জিনী নাম সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। যখন যে বিষয় পাঠ কর, তাহাতেই অন্তঃকরণ আর্দ্র হয়। "পিতৃ হীন যুবক" সাংসারিক নানা কষ্টে জর্জ্জরিত হইয়া উন্মত্ত প্রায় দেহ নাশে সঙ্কল্প করিয়া কহিতেছেন।

"নাহি কাজ এজীবনে, পুনঃ এসংসারে
পশিবনা, ভ্রমিবনা অর্থ অন্বেষণে
ত্যজিয়া আহার নিদ্রা, ভাসি নেত্রাসারে,
পথে২, দ্বারে২, নগরে, প্রাঙ্গনে।
বিদায় সংসার সুখ, বিদায় মায়ায়,
বিদায় প্রণয়ে, শেষে জীবনে বিদায়।,,

কিছুক্ষণ চিন্তার পর বিবেক কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া

"কিছার বিষয় চিন্তা, কিছার সংসার,
কিছার সম্ভোগলিপ্সা, অর্থই কিছার।
মরিব কি তারিতরে করি হাহাকার
নিশ্চয় লঙ্ঘিব এই দুঃখ পারাবার।
কি ভাবনা গেছে সুখ ফিরিবে আবার
কিবা চিন্তা! আছে দুঃখ রহিবেনা আর।
"নাই কি ধৈর্য্যের অস্ত্র হৃদয় ভাণ্ডারে,
যুঝিব একাকী আমি ত্যজিবনা রণ।
দেখিব নিষ্ঠুর বাক্য কি করিতে পারে,
পাষাণে হৃদয় এই করিনু বন্ধন।
এই চলিলাম গৃহে করিলাম পণ,
"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।,

এস্থলে গ্রন্থকার মুর্ত্তিমান করুণ রস বর্ণনার অব্যবহিত পরেই হঠাৎ উৎসাহ ভাবের আবির্ভাব করাতে, বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাকৃতিক কোন ঘটনা স্রোতই নিরবচ্ছিন্ন এক দিকে প্রবাহিত হইতে পারে না। একটি নির্দ্দিষ্ট সীমায় উত্তীর্ণ হইলেই প্রতি স্রোত বহিবে। শোক পরাকাষ্ঠ প্রাপ্ত হইলেই শোকোন্মত্ততা দুর হয়। এই রূপ মানসিক ভাবের অচির পরিবর্ত্তন অন্য কোন বঙ্গীয় কবিতে দৃষ্ট হয় না।

"পতি প্রেমে দুঃখিনী কামিনীর" শেষ ভাগটি পাঠ করিলে সহৃদয় মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, গ্রন্থকার পতি প্রাণা কামিনীর বিরহ যন্ত্রণার এক শেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এপ্রস্তাবের উপসংহার যেরূপ বিশুদ্ধ পতি প্রণয়ের পরিচয় প্রদর্শিত হইয়াছে; যদি উপক্রমে ঐ কামিনীর অন্যবিধ পূর্ব্বাভিলাষ প্রকাশ না পাইত, তাহা হইলে প্রবন্ধটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত। কোন পতিরতা কামিনীর এক বার অকৃত্রিম প্রণয় সঞ্চার হইলে, যে কোন কারণে বিচ্ছেদ হউক না কেন, অন্য পূরুষের মিলনে সুখী হইতাম এরূপ ভাব মনে উদয় হওয়া প্রকৃতি সিদ্ধ নহে, কবি সময় সিদ্ধও নহেই। কিন্তু এস্থলে আমরা ইহাও বলিতেছি যে অংশকে আমরা প্রস্তাবিত প্রবন্ধের পক্ষে দোষাবহ বলিয়া উল্লেখ করিলাম, তাহাতে গ্রন্থকার যার পর নাই গুণপণা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সেই চিত্র হইতে একটি অঙ্গ তুলিলাম, ইহাতেই কারুর নৈপুণ্য প্রকাশ পাইবে।

"কভু যদি মনোদুঃখে, অবনত মুখে
বসিতাম, নিরখিয়া অবনীর পানে;
প্রাণে পুতলী মম, কোমল সন্তানে
মাথা তুলি "মা মা, বলি, মাথা দিয়া বুকে
কোমল মধুর স্বরে ডাকিত যখন;
কিম্বা যবে প্রাণ পতি গলায় ধরিয়া
কহিতেন "কেন প্রিয়ে! মলিন বদন!,
সুখের সাগরে আহা! যেতেম ভাসিয়া।,
আবার "দিবানিশি কাঁদি নাথ!" বসিয়া বিরলে,
পশিনা সস্মিত মুখে সঙ্গিনী সমাজে,
প্রবেশি কখন যদি, মরি খেদে লাজে,
যারে চাহি বোধ হয় সেই যেন বলে
মনে২ ইনি কেন এলেন হেথায়।
পতি হারা কুবাতাস লাগাইতে গায়?,
অমনি মলিন মুখে নিরখি ধরায়,
ঝরে নয়নের জল, না দেখি কোথায়।,

পাড়া গেঁয়ে মেয়েরা অনেকে এরূপ বলিয়া থাকে। আর যদি নাও বলে তথাপি বিরহিনার মনে তাদৃশ ভয়ের সঞ্চার হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

পাঠক একবার "হৃদয় উচ্ছ্বাসের, একটি উচ্ছ্বাস শুনুন, নিশ্চয় বলিতে পারি পরিতৃপ্ত হইবেন।

"সখিরে,
যেবিধি চঞ্চল করি প্রেমনিধি গড়িল,
চঞ্চল করিয়া কেন বিচ্ছেদ না সৃজিল?
লোকে বলে ফুলবাণ, সেকি এত খরশান?
ফুলবাণ সখি মরমে কি পশিল?
ফুলবাণে এত ব্যথা জন্মিল?
মনে করি কবিতা আর উদ্ধৃত করিবনা। কিন্তু কেমন এক মোহিনী শক্তিতে বাধ্য করে। পাঠক, নিম্নে একটি স্থান দেখুন, এইটি শেষ।

পিঞ্জরে আবদ্ধ যেই বিহঙ্গ সাবক,
যে বিধি ফুটায় তার যুগল নয়ন,
সে বিধি পাষাণ মনে, ভারত সন্তান গণে
দিলেন জ্ঞানের নেত্র, দেখাতে কেমন
দাসত্ব শৃঙ্খল তার, অবস্থা নরক।
ভারতের ইতিহাস শোকের সাগর,
কেন দেখিলাম? আমি কেন পাইলাম
আপনার পরিচয়? আর্য্য বংশ কীর্ত্তিচয়,
কেন পড়িলাম, আহা! কেন জন্মিলাম
স্বাধীন বংশেতে মোরা অধীন পামর?

যাঁহারা একা মুহূর্ত্তও স্বদেশের অবস্থা চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারাই এই খেদোক্তি অনুভব করিতে পারিবেন।

এই গ্রন্থে যে দোষ নাই আমরা এরূপ বলি না। কিন্তু

"একোহি দোষো গুণ সন্নিপাতে
নিসজ্জতীন্দোঃ কিরণেষু অঙ্কঃ।"

যাহা হউক আমরা একটি স্থানের দোষ দেখাইতেছি।

'অশ্রুপাতে করিতেছে ধরাবিদারণ,
পশিবে তাহাতে বুঝি নিবারিতে দুখ।'

এস্থলে 'ধরাবিদারণ' পরিবর্ত্তে ধরাভিষেচন হইলে যোগ্য বাক্য হইত। যেহেতু অশ্রুপাত দ্বারা ধরাবিদীর্ণ হওয়া অনৈসর্গিক। এবং ধরাভিষেচন ব্যবহার করিলে পশিবে স্থানে মিশিবে দিলেই সঙ্গত হইত।

উপসংহার কালে আমরা এই বলিতেছি যে, ইহাতে দুই চারিটি দোষ থাকা সত্ত্বেও, এখানি যে বঙ্গ ভাষার একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এই গ্রন্থের প্রণেতা যে নৈসর্গিক কবিত্ব শক্তি সম্পন্ন ইহা বলা বাহুল্য। তাঁহার নিকট আমাদের এই অনুরোধ তিনি যেন এই স্বর্গিয় শক্তির অনুশীলনে রত থাকিয়া সর্ব্বদা সামাজিক জন গণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে বিরত না হন।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

—শ্রী জে, এন—লিখিয়াছেন যে অনেক জমিদার বেশী বেতনের লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক হইলে ইংরাজ দিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্টের বড়২ চাকুরী গুলি ইংরেজ দিগের এক চেটিয়া, আবার যদি জমিদার গণ এই রূপ ব্যবহার আরম্ভ করেন, তবে এদেশীয়দের আর উপায় কি? যদি এ দেশীয়দের মধ্যে কার্য্য দক্ষ লোক পাওয়া না যায়, তবে এক কথা কিন্তু যখন বিষয় কর্ম্ম নিপুণ লোকের অভাব আমাদের মধ্যে নাই, তখন বিজাতীয় লোক নিযুক্ত করা কেবল আপনাদের গৌরব নষ্ট করা।

—শ্রীরজনী কান্ত সেন, গোয়ালপাড়া—অত্রত্য হিত বিধায়িনী বঙ্গ বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে ছাটিফিকেট প্রদানোপলক্ষে হিত বিধায়িনী সভার এক অধিবেশন হয়। অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত থাকেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে সুন্দর২ বক্তৃতা দেন। পরে সভা ভঙ্গ হয়।

—এক জন উচিত বক্তা, বেলগাছী—আপনার পত্র খানি অত্যন্ত দীর্ঘ, একারণ প্রকাশিত হইল না। আপনি এ বিষয় কাগজে না ছাপাইয়া সাক্ষাৎ ভাবে পোষ্ট মাষ্টার জেনারলের নিকট লিখিবেন, তাহা হইলে বেশী কাজ হইবে।

—এক জন পাঠক, মজিলপুর—আপনার পত্র খানি ছাপিলে এক জনের নিন্দা করা ভিন্ন আর কি লাভ হইবে?

আসাম বাসী এক জন—আগামীতে।

—কস্যচিৎ বর্দ্ধমান নিবাসিনঃ—বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কোবরণ সাহেবের সুখ্যাতি করিয়া লিখিয়াছেন।

প্রেরিত।

প্রতিবাদ।

সম্পাদক মহাশয় আপনার বিগত ৯ই ভাদ্র দিবসের পত্রিকায় মহেশপুরের পত্র প্রেরক মহেশপুর টাউন ও কমিটি সম্বন্ধে যে লিখিয়াছেন তৎ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সত্য বটে ঐ নগরের রাস্তা গুলি সংস্কার না হওয়ায় ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু রাস্তা সংস্কার ইত্যাদির জন্য (চেয়ার ম্যান) সভাপতি ১১০০ টাকা আনাইয়া কার্য্য আরম্ভ জন্য কিয়দ্দংশ মেম্বর দিগের নিকট পাঠাইলে মেম্বরগণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে বর্ষা আরম্ভ হইবায় সুতরাং মেরামত কার্য্য বন্দ রহিয়াছে বর্ষান্তে রাস্তা গুলি মেরামত করিবার স্থিরতা হইয়াছে। এ অবস্থায় চেয়ার ম্যান বাহাদুর 'কৃত্রিম অন্ধের ন্যায় চক্ষু মুদিত করিয়া থাকা' লেখক কি রূপ দিব্য চক্ষের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। লেখনী ধারণ করিতে শিখিলেই কি নিন্দা বাদ করিতে হয় এমত শিক্ষা পাইয়াছেন। লেখক অবগত থাকিতে পারেন যে ১৮৬৮ সালের ৬ আইনানুসারে কমিটি নগরোন্নতির সমস্ত কার্য্যের ভার প্রাপ্ত আছেন এবং ঐ কমিটির মেম্বরগণ অধিকাংশই তাঁহার মান্য ও প্রধান চৌধূরী মহাশয় গণ নিযুক্ত আছেন তাহাতে ও যদি নগরোন্নতি না হয় তবে কার দোষ। মেম্বর দিগের কিছু বুঝিতে ত্রুটি হইলে ঐ গ্রামবাসী হিতৈষী লেখক মহাশয় তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনায় কিয়দ্দংশ সাহায্য করিলে তাহার জন্ম ভুমীর শ্রীবৃদ্ধি সাধণ করা হয় তাহা না করেন কেন।

রনগ্রাম
১৮৭১।

কস্যচিৎ উচিৎ বক্তা।

বহু বিবাহ।

আপনার ২৬ শে শ্রাবণের অমৃত বাজার পত্রিকায় 'নড়াল প্রবাসী' মহাশয়ের পত্র খানি পাঠ করিয়া অগত্যা তাহার উত্তর প্রদানে বাধ্য হইলাম

নড়াল প্রবাসী যতই উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করুন না; আমরা তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহারই করিব। কারণ আমরা তাঁহার বিন্দু মাত্র দোষ দেখিতে পাইলাম না। আমাদের দেশেরই দোষ এই যে, আমরা বুঝি বা না বুঝি বড় লোকের প্রতি ধ্বনিটি বেশ করিতে পারি। চন্দ্র বাবুর ২৪ শে আষাঢের এডুকেশনস্থ পত্র খানি প্রকৃত পক্ষে গর্ব্ব পূর্ণ। কেন? প্রবাসী মহাশয় তাহা কি বিবেচনা করিয়াছেন? সনাতন ধর্ম্ম রক্ষণী সভা যে চেষ্টাটি করেন, তাহাতে তাঁহাদের বিবেচনায় যাহা ধার্য্য হয়, তাহা শত যুক্ত থাকিলেও তাহাই যুক্তি সঙ্গত করিয়া লয়েন। সে সময়ে তাঁহারা অন্যের কথায় কর্ণপাত ও করিতে ইচ্ছা করেন নাই এবং শত যুক্তি প্রমাণ দিলেও তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। সুতরাং চন্দ্র বাবুর গর্ব্ব অযথা বিষয়ে ব্যবহার করা হয় নাই। পত্র প্রেরক মহাশয় জানিবেন, এই নিমিত্তেই ধর্ম্ম রক্ষণী সভা কয়েক জন দেশ বিখ্যাত মান্য গণ্য সভ্যের বিরক্তির পাত্রী হইয়াছেন। চন্দ্র বাবু বহু বিবাহ বন্ধের চেষ্টা নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া ঘোষণা করেন নাই বা তাহার উপযোগীতাও স্বীকার করেন নাই। কিন্তু পত্র প্রেরকের বিবেচনায় সেটিই হইয়াছে। বস্তুতঃ হইতে পারে। কারণ এডুকেশন গেজেট তাঁহার ও তাঁহার মত লোকের বিবেচনায় 'বকেয়া'।

চন্দ্র বাবুর পত্রের মর্ম্ম এই যে, বহু বিবাহ বন্দ হওয়া নিতান্ত উচিত হইলেও রাজাশ্রয় গ্রহণ করা অতীব অন্যায়। নড়াল প্রবাসী ও জানিবেন, বহু বিবাহ সহস্র দোষ যুক্ত হইলেও রাজ সমীপে আবেদন করিয়া, উঠাইয়া দেওয়া নিতান্ত অনুচিত। তিনি পাল্টির বিষয় উল্লেখ করিয়া, কৌলিন্য প্রথার যে দোষ দেখাইয়াছেন, রাজ কর্ত্তৃক বহু বিবাহ বন্দ হইলে তাহার শত গুণ দোষ বর্ত্তিবে। এখন কি অনেক কুলীন কন্যার বিবাহই হইবে না। কারণ জাত্যভিমান সাধারণ লোক নিচয়ের একটি প্রধান ধর্ম্ম। বিশেষতঃ মেল বন্দন ছিন্ন না হইলে ও পাল্টি প্রকৃতির পরিবর্ত্তন না হইলে, বহু বিবাহ উঠাইবার চেষ্টা, প্রকৃত পক্ষে কৌলিন্য প্রথা উঠাইয়া দিবার অনুষ্ঠান। এমত স্থলে অবশ্য কুলীন মাত্রে বলিতে পারেন যে, কৌলিন্য প্রথা উঠাইতে কাহাকেও 'আস্কারা' দিতে পারি না। নড়াল প্রবাসী যদি ব্রাহ্মণ হন, তবে তিনি অন্য জাতির কথার কি ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করিতে সহসা পারেন? বহু বিবাহ দোষের মূল, কিন্তু উচ্চ বংশ গৌরব দোষের কারণ নহে।

বহু বিবাহ রাজ কর্ত্তৃক বন্দ হইলে, শুদ্ধ কুলীন কন্যা গণের বিবাহ হইবে না এমত নহে। পত্র প্রেরক জানিবেন, এ প্রকার অনুষ্ঠানে আমাদের হিন্দু বিবাহ প্রণালী, প্রকারান্তরে রাজ হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। এবং স্ত্রী বন্ধ্যা, 'চিরকগ্না, ও অসচ্চরিত্রা হইলে, রাজ পুরুষ বিশেষের অনুমতি অপেক্ষায় বিশেষ প্রমাণের আবশ্যক করিবে। যদি পত্র প্রেরক উষ্ণ শোণিত বালকের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী না হয়েন, তবে জানিবেন যে, হিন্দু সমাজে উহা নিতান্ত অসহনীয় ও হিন্দু সিমন্তিনী গণের স্বভাবের নিতান্ত বিপরীত।

নড়ালীয়, বহু বিবাহ দোষ ঘটিত দেশের শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া, কৌলীন্য প্রথার বিপরীতে এ বন্ধন সহ কুলীন গণকে উচ্চৈঃস্বরে যে নিন্দা করিয়াছেন; রাজ কর্ত্তৃক বহু বিবাহ বন্দ হইলে আবার যে দ্বিগুণতর উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে হইবে, তাহা এক বারও ভাবেন নাই। সুতরাং তাঁহাকে বিশেষ আর কি বুঝাইব? ফলতঃ তাঁহার জানা উচিত, চন্দ্র বাবুর অভিপ্রায় কি। সনাতন ধর্ম্ম রক্ষণীর চেষ্টা সৎ। কিন্তু দেশের অমঙ্গল নাশ করিতে গিয়া, সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট করিয়া রাখা উচিত নহে। তাঁহারা উপায়ান্তর অবলম্বন করুন। আহ্লাদে গৃহীত হইবে। এবং প্রবাসীও তখন জানিবেন; চন্দ্র বাবু নিমন্ত্রণ প্রয়াসী নহেন।

সন ১২৭৮ ১০ই ভাদ্র
একান্ত বশম্বদ
শ্রীমহেন্দ্র লাল গোস্বামী
বাগনা পাড়া।

কন্যাপণ ও বহুবিবাহ ॥

যে দুই দল উপরিউক্ত গুরুতর বিষয় বিধিবদ্ধ হওয়ার প্রতি পক্ষ ও স্বপক্ষ তাঁহাদের উভয় দল মধ্যেই বিশিষ্ট জ্ঞানবান, ও প্রকৃত দেশ হিতৈষি লোক আছেন সত্য, তাঁহারা স্বকীয় যুক্তি বিদ্যা মত্তা দ্বারা উভয় পক্ষ মর্থনে যত্নবান ও দেশ হিতসাধনে যথার্থ উৎসাহ এবং গুণ গ্রামের পরিচয় ও প্রদান করিতেছেন কিন্তু ইহার মধ্যে বিবেচনা করিতে হইবে যে কাহারা নিঃস্বার্থভাবে অপকট হৃদয়ে পক্ষপাত শূন্য হইয়া নিজ মতের পোষকতা করিতেছেন এক পক্ষ হইতে স্বাভিমত পরিপুষ্ট করিবার জন্য মন্বাদি শাস্ত্র হইতে বহুবিবাহ শাস্ত্র সম্মত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আবার কোন সম্পাদক অতিরিক্ত পত্রে তাহা প্রচার করিয়া ধন্য হইতেছেন, কেহবা আপনার বহুল বিজ্ঞান দর্শিতা দ্বারা কুটিল ভাবে দুই একটি সাংসারিক অপ্রকৃত অসুবিধা দেখাইয়া আমি অন্তরে এই বিষ বৃক্ষ উচ্ছেদনের সম্পূর্ণ ইচ্ছুক বলিয়া পরে চির প্রচলিত কিন্তু এই কথাটি ব্যবহার করিতেছেন, যাঁহারা হিন্দু শাস্ত্র রূপ সিন্ধু মধ্যে ইহার প্রতি পোষক বহুল প্রমাণ রত্ন সত্বে ও দুই কথাটি অকিঞ্চিৎকর সম্মুক উত্তোলন করিয়া বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের কথা এস্থলে বিবেচ্য নহে। কারণ তাঁহারা কখনই এই পিশাচ দ্বয়কে স্কন্ধে লইয়া নৃত্য করিতে ত্রুটি করিবেন না কিন্তু এডুকেশন গেজেট পত্রিকা যে কয়েকটি বিষয় উপরিউক্ত পত্রে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারই যথা সাধ্য এস্থলে প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। উক্ত মহাত্মা বলেন যে রাজ বল প্রার্থী পণ্ডিতগণ মনে করেন যে তদীয় প্রতিপক্ষ গণ এই মহানিষ্টকর পদ্ধতির স্বপক্ষ ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম এই কথার সত্যাসত্য প্রমাণ জন্য অন্য বিধ প্রমান আবশ্যক নাই, কিন্তু পাঠক বর্গ যদি এক বার ২৩শে শ্রাবণ তারিখের অতিরিক্ত সোম প্রকাশ খানি দেখেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহারা প্রকৃত দেশের হিত সাধন প্রার্থনা করেন কি ভীরুতা বশতঃ এই চির প্রচলিত জঘন্য নিয়ম কে মস্তকে করিয়া নৃত্য করিতে অধিক ইচ্ছা করিতে থাকেন। গেজেট সম্পাদক মহাত্মা যদি অন্যবিধ উপাদান লইয়া ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয় থাকেন তাহা জনিনা। কিন্তু ভাবে হয় তিনি স্বপক্ষতার ভাল করিয়া শাণিত খড়্গ গ্রহণ করত ইহার উচ্ছেদ সাধনে দণ্ডয়মান হইয়া আছেন উক্ত মহাজন বলেন যে যেমন অতিরিক্ত মদ্যপান মিথ্যা কথন গুরুজন প্রতি অহিতাচরণ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে রাজ নিয়ম কার্য্য কারি নহে সেই রূপ উক্ত নিয়ম ইহার জন্য কোন শুভফল প্রসব করিতে সমর্থ হইবে না। যেমন উৎকোচ গ্রহণ দ্যূৎ ক্রীড়া অবিহিত সময়ে সুরা বিক্রয় প্রভৃতি বিষয়ে রাজ নিয়ম সত্বেও কোন কার্য্য হইতেছে না তখন এই বহু বিবাহ ও কন্যা পণ সম্বন্ধে তাহা কেমন করিয়া বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবে। উৎকোচ গ্রহণ দ্যূত ক্রীড়া প্রভৃতি কার্য্যে রাজ নিয়ম যে কোন কার্য্য কারী হইতেছেনা তাহা বলা পক্ষপাত বলিয়া বোধ হয়, কারণ ইহার সম্বন্দে রাজ দণ্ড প্রতিষ্ঠিত না হইলে যে কাহারো কত অনিষ্ট হইত তাহা মনে করিলে হৃদয় কাঁপিতে থাকে। মিথ্যাকথন, বার বিলাস প্রভৃতি কার্য্য সমাজের গুরু স্থানে থকিয়া মনুষ্যান্তঃকরণের অনিষ্ট সাধন করিতেছে সুতরাং তাহার নিবারণ জন্য সকলের আপন আপন স্বাধীন ভাবেই দায়ী কিন্তু উপরি উক্ত পদ্ধতি দ্বয় বাহিরের বস্তু ও সকলের ঘৃণাহ্য ইহা ভীষণ ভাবে প্রকাশ্য রূপে সকলের সমক্ষে নৃত্য করিতেছে যেন ভয়ানক ভ্রুকোটি দ্বারা তাচ্ছিল্য ভাবে ঈষৎহাস করিতে করিতে সকলকে ইঙ্গীত করিতেছে যে যদি বল থাকে তবে আমার বহুকাল হইতে ভোগ সিংহাসন চ্যুত করিয়া লও তখন আমাদের আর কি অস্ত্র আছে যাহা লইয়া উহার সম্মুখীন হইতে পারি তজ্জন্যই প্রবল ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা রাজদণ্ড স্বরূপ অস্ত্রকে সহায় করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তিনি বলেন যে যখন ভদ্র সন্তানেরা পবলিক ওয়ার্ক পুলিশ প্রভৃতি স্থানে ক্ষুদ্র মতি তুল ঘুস লইয়া থাকেন তখন নীচান্তঃকরণ ব্যক্তিরা পুলিসকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিবে তাহার বিচিত্র কি? পুলিস কোন কোন স্থানে এই প্রকার করিতে পারেন কিন্তু সর্ব্ব স্থানেই যে ঘুস লইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যাঘাত করিবেন ইহা কে বলিতে পারে তজ্জন্য একেবারে এই নিয়মকে বিধিবদ্ধ হইতে না দেওয়া নৌকা জল মগ্ন হইতে পারে বলিয়া তাহাতে আরোহণ না করায় তুল্য। বরং যাহাতে ঘুস লওয়া নিবৃত্ত হইতে পারে তজ্জন্য বদ্ধ পরিকর হওয়া তাঁহার ন্যায় সম্পাদকের কর্ত্তব্য। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে যদি রাজ নিয়ম ইহার বিরুদ্ধে সংস্থাপিত করিতে পারা যায় তাহা হইলে হেয় প্রকৃতির ব্যক্তিরা কদাচিত এই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া অবলাগণকে দুঃখ সমুদ্রে ভাসাইতে পারিবে।

এই নিয়ম দ্বারা বহু বিবাহ একেবারে উঠিয়া যাইবে ইহা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই কিন্তু যেমন বিষে বিষ ক্ষয় করে সেই রূপ তাঁহার উন্নতি দেশীয় উন্নতিকে ক্ষয় করিবার জন্য কয়েকটি জীণাস্ত্র সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করে নাই তিনি বলেন যে দার প্রক্ষালন কালে ও স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে মহা অনিষ্ট সাধিত হইবে। স্ত্রী দুশ্চরিত্রা না হইলে কখনই পরিত্যাজ্য নহে। মন্দ স্বভাবা স্ত্রী কখনই স্বামী গৃহে থাকিতে পারে না অতএব তাহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য বিচারালয়ে গমন করিতে হইবে ইহা কখনই বিশ্বাস যোগ্য নহে যদি স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করান ভিন্ন অন্য উপায় না থাকে তবে যেমন পীড়িতাবস্থায় বাঙ্গালি ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করান যাইতে পারে তদ্রূপ জরায়ুর পরীক্ষাও অনায়াসে হিন্দু দিগের দ্বারা সংসাধিত হইবে তাহাতে অনুমাত্রও জাতি শৃঙ্খলের শিথীল ভাব হইবে না। যখন গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে হিন্দু দিগের জাতি লোপ জন্য কোন চিন্তায় করিবেন না তখন বন্ধ্যা স্ত্রীর পুনঃ বিবাহ প্রদান জন্য যে প্রতিজ্ঞা চ্যুত হইবেন তাহা কখনই বোধ হয় না। অতএব আর কেন এই সকল অকিঞ্চিৎকর সামান্য অসুবিধা উল্লেখ করিয়া চির মঙ্গল দায়ক উৎসাহকে ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। যে নিয়ম থাকাতে ধনী, দরিদ্র, মুখ, জ্ঞানী, কুলীন, ও বংশজ সকলকেই কাঁদিতে হইতেছে, যাহার পীড়নে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিই সমভাবে রোদন করিতেছে, যে রোদনে ভারত কাঁপিল, পাষাণ হৃদয় গলিল এবং উচ্চে ও নীচে প্রতি ধ্বনিত হইয়া অবশেষে ঈশ্বরের সিংহাসন পর্য্যন্ত ও কাঁপাইয়া তুলিয়াছে তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া এক্ষণে অনেককে বিগলিত করিয়া দিলেন কিন্তু কি পাষাণ হৃদয় আপনাদের যে অদ্যাবধি ও তদ্বিপরিতে অস্ত্র চালনা করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। অবশেষে আমি বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি যে ধর্ম্ম রক্ষিণী সভা কোন ক্রমে এই ইচ্ছাকে অন্য ভাবে পরিণীত না করেন ইহা কেবল তাঁহাদেরই ইচ্ছা নহে যে কেহই দলন করিতে সমর্থ হইবে কিন্তু জগত কারণ ও দুর্বল দিগের নয়ন জলে সিক্ত হইয়া ইহার মধ্যে বিরাজ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

শ্রীতারিণী চরণ রায়
জামালপুর।

বিজ্ঞাপন।

হমিওপেথী চিকিৎসা।

বাবু বেণিমাধব ঘোষ এই চিকিৎসা অমৃত বাজারে আরম্ভ করিয়াছেন। হমিও পেথী চিকিৎসার অন্যান্য গুণের মধ্যে ইহার নিকট অসাধ্য কোন রোগী নাই। ডাক্তার ও কবিরাজের পরিত্যক্ত রোগ এই চিকিৎসাতে এক মাত্রা ঔষধ সেবনে অনেক সময় আরোগ্য হইয়াছে। বেণিবাবু অল্প কালের মধ্যে এখানে অনেক গুলি কঠিন রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। বিক্রয় নিমিত্ত তাহার নিকট বিস্তর হমিও পেথী ঔষধ প্রস্তুত আছে। তিনি সুলভ মুল্যে ঔষধ বিক্রয় করিতেছেন। অমৃত বাজার

অবকাশ রঞ্জিনী।

কতিপয় সুবিখ্যাত গ্রন্থকার দ্বারা অনুমোদিত হইয়া অবকাশ রঞ্জিনী সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন নানা বিষয়ে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট রসাল কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতা রসপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া সম্ভবতঃ পরিতৃপ্ত লাভ করিবেন। মূল্য ১ টাকা যশোহর স্কুলের শিক্ষক বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্রের নিকট প্রাপ্তব্য।

চট্টগ্রামের একজন সুশিক্ষিত যুবক ইহার গ্রন্থকর্ত্তা

বিষয়বিক্রয়

নিম্ন লিখিত বিষয় খোস কোয়ালায় বিক্রয় অথবা দরপত্তনি বন্দ বস্ত করা যাইবেক

জেলা যশহরের অন্তর্পাতি ডিহি সরূপ পুরের মোতা লোক ডিহি কনেজ পুরের সামল মৌজে কাশিম পূর, সদর জমা ২০৯০০০ মপস্বাল হস্ত বুদ ১৫২০ এই তালুকের রকম ৵৮ গণ্ডা আমার নিজ হিস্যা সদর জমা ৩৬৮ মপস্বাল হস্তবুদ ৬০৮ ন্যায্য লভ্য ২৪০ টাকা আমার এই ২৪০ টাকা লভ্যের বিষয় আমি ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা নগত পাইলে খোস কোয়ালায় বিক্রয় করিব কিম্বা ১৮০০ এক হাজার আটশটাকা ছেলামি পাইলে ৫০ টাকা সরঞ্জমি রাখিয়া দিয়া দর পত্তনি বন্দ বস্ত করিব এবিষয় কখন জরিপ জমান বন্দি হয় নাই তাহাতে ও আর এক ১০০ টাকা লভ্য হইতে পারে যাহার আবশ্যক হয় নিম্ন স্বাক্ষরাকরির নিকট পত্র কি লোক পাঠাইবেন। সন১২৭৮ সাল—২৮শ্রাবণ

শ্রীকৈলাস চন্দ্র মিত্র
গৌর নগর পোষ্টাপিস

আগামি অক্টবর মাস হইতে সম্বাদ পত্রের মাসুল কমিয়া আধ আনা হইবেক অতএব ইহা দ্বারা বিশেষ বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে আধ্ আনা দামের অধিক মূল্যের ষ্ট্যাম্প আমরা আর গ্রহণ করিব না।

সর্পাঘাত।

মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা দ্বিতীয় সংস্করণের ডাক্তার ফিয়ার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মাল বৈদ্যদের হাতে রোগী মরে না ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট "সর্পাঘাত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। মুল্য সমেত ডাক মাসুল ।৵ আনা

শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকর
অমৃত বাজার।

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি
কর্ত্তৃক নূতন পুস্তক।
"মাতৃ শিক্ষা"

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সুতিকা গৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশ উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুল সহিত ২।০, ৫খান একত্রে লইলে অর্থাৎ ১০ টাকা ও ১৫ টাকা শত করা হিসাবে কমিসন। কলিকাতা লাল বাজার হিন্দু হষ্টেল শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

কাল অথবা সাদা অক্ষরের অথবা অন্য কোন রকমের সিল মহরের প্রয়োজন হয়, অথবা নান বিধ প্রকারের সিল অঙ্গুরি ও হরেক রকম গহনা আমি উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে পারি যাহার প্রযোজন হয় তিনি শ্রীধর পূরের বাসার নিকট আমার দোকানে আর্ডর দিলে আমি ন্যায্য মুল্যে প্রস্তুত করিয়া দিব।

শ্রীআনন্দ চন্দ স্বর্ণকার,
ষ্টেশন কোতয়ালি, যশোহর মামারক কাটি।

সৎ প্রণীত "ভুগোল বিজ্ঞাসার" নামক ভুগোল গ্রন্থ খানি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। ইহাতে পৃথিবীর স্থূল স্থূল বিবরণ, ভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার বিশেষ বিবরণ নুতন এবং পুরাতন পৃথিবীর তাবদ্দেশ ও নগরাদি প্রাচীন ও বর্ত্তমান নামাবলী সংকলিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থিরা যে বিশেষ উপকার লাভ করিবে ইহা শিক্ষা বিভাগের কতিপয় মহোদয়ের দত্ত প্রশংসা পত্র (যাহা এই পূস্তকের এক পার্শে মুদ্রিত হইয়াছে) ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতে পারে।

মূল্য ৸৵ আনা মাত্র।

ভবানিপূর জগুবাবুর বাজার
সুলতান মিস্ত্রীর বারিক
} শ্রীরজনীকান্ত ঘোষ

ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা।

সময়োপযোগী পূস্তক। জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি সাধুলোক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব চতুষ্টয় আলোচিত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য।
শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

লেখ্য বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেত কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখবার ত্রুটিতে ক্ষতি গ্রস্থ হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদক বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তক খানি সংকলিত হইরাছে। মুল্য এক টাকা মাত্র কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রিট, ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সঙ্গীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বার নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডপোজিটারিতে, কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়কে মাশুল /০ আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার।

এই পত্রিকার বাবদ বরাৎ চিঠি মনিঅর্ডার প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্ত কুমার ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট।

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর
বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ; বি, এল
কৃষ্ণনগর
বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ার স্কুল
কলিকাতা
বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জদিদারের মুক্তিয়ার কাশীপুর
বাবু দীননাথ সেন, গোহাটি
বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহক গণ অমৃত বাজার বরাবর মুল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মুল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মুল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিব না।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম।

বার্ষিক	৫ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষান্মাসিক	৩	১৷৷০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রতি সংখ্যা	।০	/০

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষান্মাসিক	৪৸	১৷৷০
ত্রৈমাসিক	৩	২০

এই পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার	৵০
ও ততোধিক বার	/০

এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত।